পাওয়া যাবে

বিশ্ববিদ্যালয় গিফ্ট কর্নার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় * বিদ্যাসাগর, রাজশাহী * বুকপয়েন্ট, রাজশাহী * ররাজ কেন্দ্র, রাজশাহী * পতত্রি, পারিজাত আবাসন, রাজশাহী * বইপত্র, জিন্দাবাজার, সিলেট * লুমিনাস, পার্ক মোড়, বেরোবি মেইনগেট, রংপুর * বইহাট, সার্কিট হাউসপাড়া, যশোর * পড়ুয়া, বগুড়া * সংকলন, সিকে ঘোষ রোড, ময়মনসিংহ * বাতিঘর, চট্টগ্রাম * বাতিঘর, সিলেট * বাতিঘর, বাংলামোটর, ঢাকা * পাঠক সমাবেশ, ঢাকা * তক্ষশীলা, আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট, ঢাকা * বিদিত, আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট, ঢাকা * পাতিরাম, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা। * কুরিয়ারযোগ +৮৮ ০১৭১৬-৭২৬৩১৪

আনর্ত

পা ঠ সূ ত্র

আনর্ত * পঞ্চম বছর * ষষ্ঠ পাঠ * মে ২০২১

একমাফের থিয়েটার

অতিমারী সময়ের থিয়েটার: সংকট ও সম্ভাবনা | ১৩
আশিস গোস্বামী

যিশুর জন্ম বিষয়ক নাট্য: সৃষ্টির প্রথম পরমবাণী | ১৮
ক্যাথরিন পিউরীফিকেশন

প্রতিরোধের থিয়েটার : Deconstructive Performative Space Praxis | ২৫
মোনালিসা চ্যাটার্জি

গৌতম সেনগুপ্তের অন্তরঙ্গ থিয়েটার | ৩৩
ড. রতন সিদ্দিকী

গ্রাম থিয়েটার: বাংলা সংস্কৃতির অন্তঃসলিলা নদী | ৩৬
মো. কামরুল হাসান খান

থিয়েটার ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও প্রাতিষ্ঠানিক থিয়েটার | ৪৫
মোহাম্মাদ শহিদুল ইসলাম

উন্নয়ন নাট্যের চিত্র-বিচিত্র: প্রয়োগ এবং প্রভাব | ৫৪
ড. মীর মেহবুব আলম

নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন ও ব্রিটিশ আমলে নাট্যচর্চা | ৯১

পরিবেশ-থিয়েটার ও বাংলাদেশে পরিবেশ-থিয়েটারের চর্চা | ১০০

দুঃসময়ের থিয়েটার | ১১৯
রিচার্ড শেখনার
ভাষান্তর : তন্দ্রা চক্রবর্তী

তর্পণ

রঙ্গকর্মী উষা গাঙ্গুলী: ভিনদেশী তারা | ১৩১

নাট্যজন সাজেদুল আউয়াল | ১৪১
নাসির উদ্দীন ইউসুফ

নাটক

ইরেক্তুস | ১৪৬
অপু শহীদ

টিনমিস্ত্রির বিয়ে | ১৭৫
জে.এম. সিঙ্গ
মূল নাটক: *The Tinker's wedding*
ভাষান্তর : ড. ইনামুল হক

করোনায় মিতা | ১৯৮
মাহফুজা হিলালী

বন্ধ ঘড়ি | ২২০
সুমন মজুমদার

বাংলাদেশের নাটকে বঙ্গবন্ধুকন্যা: প্রাসঙ্গিক ভাবনা | ২২৫

রঙ্গমঞ্চে *ডাকঘর* নাটকের অভিনয় একালে ও সেকালে | ২৪৯

দুটি দৃশ্যকাব্য ও একজন পাঠকের বোঝাপড়া | ২৫৯

বঙ্গীয় লোকনাটক গ্রন্থপঞ্জি | ২৬৭
উদয় শংকর বিশ্বাস

রাজশাহী, *আনর্ত*, 'অনুশীলন' ও যৈবতীগণ ২ | ২৮২
বাবুল বিশ্বাস

রোকেয়া রফিক বেবীর সঙ্গে আলাপ | ২৯৫
আলাপক : সুমনা সরকার

সাঈদ আহমদের *তৃষ্ণায়*: অস্তিত্ববাদ ও অ্যাবসার্ড ধারণার আলোকে চিরায়ত লোককাহিনির নবরূপায়ণ | ৩০২

সৈয়দ শামসুল হকের নাটকে প্রতিবাদী চেতনার প্রভাব ও পরিণতি | ৩১০

তুলসী লাহিড়ীর *ছেঁড়াতার*: সমকালীন সমাজবাস্তবতার বীভৎস-দর্পণ | ৩৪৭
রাহিমা আকতার বিথী

চাঁদ বণিকের পালা: চাঁদের বেরিয়ে আসা | ৩৫৫

থিয়েটার সম্বন্ধে আমার ধারণাটা ঠিক কীরকম? 'ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা'-র প্রাঙ্গণে এ প্রশ্ন অবশ্য খুবই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু ভারত এক বহুজাতিক-বহুমাত্রিক দেশ। নানা ভাষা-নানামত-নানা পরিধানের দেশ এই ভারত। সেখানেও বিশ্বায়নের থাবা আগ্রাসী। একথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে এ শুধু মার্কিন বা পশ্চিমি আগ্রাসন। এ হল এক গ্লোবাল-প্রেসার, বা বিশ্বজনীন চাপ। পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজ করছে একটি প্রথম বিশ্ব এবং অবশ্যই একটি তৃতীয় ও চতুর্থ বিশ্ব। এই আগ্রাসন, সবকিছুকে এক ছাঁচে ঢেলে ফেলার এই প্রবণতা কখনও কমবে না, বরং তা বেড়ে চলবে উত্তরোত্তর। এর প্রভাব ভয়ঙ্কর এবং সর্বনাশা। সবাইকে সমগ্র বিশ্বকে 'একসূত্রে' গাঁথতে গিয়ে দেখা দিচ্ছে আইডেনটিটি ক্রাইসিস-আত্মপরিচয়ের সংকট। একে আমরা 'আইডেনটিটি থেফ্‌ট' নামেও অভিহিত করতে পারি বইকি। এটাই আজকের দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় সংকট বা সমস্যা। আমাদের পরিচিত এখন সরকারি বা করপোরেট সংস্থায় জমা থাকা ক্রেডিট কার্ড নম্বর এবং অন্যান্য নথিতে। তার অতিরিক্ত কোনো পরিচিতি আমাদের কারোর নেই-সকলেই নম্বর। এমনকি মাফিয়া চক্র বা জঙ্গি সংগঠনগুলিতেও এমনটাই।

এই ভয়ঙ্কর সংকটময় পরিস্থিতিতে আমাদের সাংস্কৃতিককর্মীদের স্থানীয়, একেবারে লোকাল, ডিসেন্ট্রালাইজড বিষয়গুলির প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। একটা বড় প্রযোজনার মধ্যে বড় পরিসর অনেক কিছু ধরার প্রচেষ্টা না করে ছোট ছোট বিষয়, নানা প্রযোজনায় তুলে ধরে দর্শকের সামনে ফুলের তোড়ার মতো সাজিয়ে দেওয়াটাই আশু প্রয়োজন। শিল্প যখন বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত তখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করাও দুঃসাধ্য। আবার একথাও ঠিক, বহু ধারায়, বহু বর্ণে বিস্তারিত বহুধা-বিভক্ত শিল্পের ক্ষেত্রে পারস্পরিক ক্ষেত্রে আদান-প্রদানের, মত-বিনিময়ের, মত-স্থাপনের সুযোগ এবং সম্ভাবনা অনেক বেশি। বহু ক্ষেত্রে নানা সংকট এবং সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াইটাও তারা একসঙ্গে চালাতে পারে। এই উৎসব সেরকমই এক ক্ষেত্র-বিবিধের মিলন ক্ষেত্র। একটি জাতীয় থিয়েটার উৎসব—যেখানে আছে ভারতীয়, আমেরিকান, ব্রিটিশ প্রযোজনা (ব্রিটিশ ন্যাশনাল থিয়েটারের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ এখানে পরিবেশিত হবে—অবশ্যই ইংরেজিতে-ইউকে-র জাতীয় ভষা তো ইংরেজিই-তবে কিছু ওয়েলস, স্কট এবং আইরিশ এ ব্যাপারে দ্বিমত হবেনই)। শুধু নির্দেশনা নয়, আমি বলব সামগ্রিকভাবে প্রযোজনাগুলো দেখুন। অন্য ভাবনায় বিশ্বায়নকে দেখতে শিখি আমরা-আইডেনটিটি না হারিয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করি নানা সংস্কৃতির মাধ্যমে।

তর্পণ

রঙ্গকর্মী উষা গাঙ্গুলী
ভিনদেশী তারা

ড. অরুণকুমার সাঁফুই

রঙ্গকর্মী উষা গাঙ্গুলী জন্মগ্রহণ করেন উত্তরপ্রদেশের কানপুরে, ১৯৪৫ সালের ২০ আগস্ট। পিতা নাগেশ্বর পাণ্ডে। তাঁর পরিবার ছিল উত্তরপ্রদেশের নের গ্রামের বাসিন্দা। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন কণৌজ ব্রাহ্মণ। উত্তরপ্রদেশের নের গ্রামে জন্ম হলেও তিনি বড় হন রাজস্থানের যোধপুর শহরে। ন'বছর বয়স হতে, রাজস্থানে ভরতনাট্যম নৃত্যের তালিম নেন। পরে চলে আসেন কলকাতায় এবং শ্রীশিক্ষায়তন কলেজে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থায় 'শ্রীশিক্ষায়তনে' অভিনয় করেন, রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'প্রথম পূজা'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে হিন্দি সাহিত্যে এম.এ করেন। ১৯৭০ সালে ভবানীপুর কলেজের হিন্দির অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৬৮ সালে কমলেন্দু গাঙ্গুলীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে হয়ে উষা হয়ে ওঠেন কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। বৈবাহিক সূত্রে উষা পাণ্ডে হতে হন উষা গাঙ্গুলী। এভাবেই তার গোত্রান্তর। বিবাহসূত্রে বাঙালি নাট্যসংস্কৃতির অংশীদার হয়ে ওঠেন তিনি, 'আমি ছোট থেকেই বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু বাঙালি না হলে আমি নাটক করতে পারতাম না। আমার বাবা